চ ক্র বা ক

চ ক্র বা ক

নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

KOBI PROKASHANI

চক্রবাক
কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ১৮০ টাকা

Chakrabak by Kazi Nazrul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: August 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 180 Taka RS: 180 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99332-9-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী—

প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শ্রীচরণারবিন্দেষু

দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম।...
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
হে বিরাট, মহাপ্রাণ, কেন বারে বারে
মনে হ'ল এতদিনে দেখিনু দেবতা!
চোখ পুরে এলো জল, বুক পুরে কথা।
ঠেকিল ললাটে কর আপনি বিস্ময়ে,
নব লোকে দেখা যেন নব পরিচয়ে।

কোথা যেন দেখেছিনু কবে কোন লোকে,
সে স্মৃতি দেখিনু তব অশ্রুসিক্ত চোখে।
চলিতে চলিতে পথে দূর পথচারী
আসিলাম তব দ্বারে, বাহু আগুসারি
তুমি নিলে বক্ষে টানি, কহ নাই কথা,
না কহিতে বুঝেছিলে ভিখারির ব্যথা।
মুছায়ে পথের ধূলি অফুরান স্নেহে—
নিন্দা-গ্লানি-কলঙ্কের কাঁটা-ক্ষত দেহে
বুলাইলে ব্যথা-হার স্নিগ্ধ শান্ত কর,
দেখিনু দেবতা আছে আজো ধরা 'পর!

নূতন করিয়া ভালোবাসিনু মানবে,
যাহারা দিয়াছে ব্যথা তাহাদেরি স্তবে

ভরিয়া উঠিল বুকে, গাহি নব গান!
ভুলি নাই, হে উদার, তব সেই দান!
উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক
তব শুভ্র বালুচরে, আবার নির্বাক
উড়িয়া গিয়াছি কবে, আজো তার স্মৃতি
হয়তো জাগিবে মনে শুনি মোর গীতি!

শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হতে আন্-চরে, সেই গান গাই!...

ভালোবেসেছিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে গান তোমারি পায়ে তাই দিনু দান!

সূ চি প ত্র

[ওগো ও চক্রবাকী]	৯
তোমারে পড়িছে মনে	১১
বাদল-রাতের পাখি	১৩
স্তব্ধরাতে	১৪
বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি	১৬
কর্ণফুলী	১৯
শীতের সিন্ধু	২২
পথচারী	২৭
মিলন-মোহানায়	২৯
গানের আড়াল	৩১
ভীরু	৩২
এ মোর অহঙ্কার	৩৫
তুমি মোরে ভুলিয়াছ	৩৮
হিংসাতুর	৪৬
বর্ষা-বিদায়	৪৮
সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে	৪৯
অপরাধ শুধু মনে থাক	৫১
আড়াল	৫৩
নদীপারের মেয়ে	৫৫
১৪০০ সাল	৫৬
চক্রবাক	৬০
কুহেলিকা	৬২
গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি	৬৩

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৯৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

[ওগো ও চক্রবাকী]

—ওগো ও চক্রবাকী,
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি!
কোথা কোন্ লোকে কোন্ নদীপারে রহিলে গো তারে ভুলে?
হেথা সাথী তব ডেকে ডেকে ফেরে ধরণীর কূলে কূলে।
দিবসে ঘুমালে সব ভুলে যার পাখায় বাঁধিয়া পাখা,
চঞ্চুতে যার আজিও তোমার চঞ্চুর চুমা আঁকা,
'রোদ লাগে' বলে যার ডানাতলে লুকাইতে নানা ছলে,
থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে কাঁপিয়া তবু কেন পলে পলে;
ভাদরের পারা আদরের ধারা যাচিয়া যাহার কাছে
কাহার পিছনে ছায়াটির মত ফিরিয়াছ পাছে পাছে—
আজ সে যে হায় কাঁদিয়া তোমায় দিকে দিকে খুঁজে মরে,
ভীরু মোর পাখি! আঁধারে একাকী কোথা কোন্ বালুচরে?

সাড়া দেয় বন, শন্ শন্ শন্—ঐ শোনো মোর ডাকে,
তটিনীর জল আঁখি ছলছল ফিরে চায় বাঁকে বাঁকে,
ফিরায়ে আমার প্রতিধ্বনিরে সান্ত্বনা দেয় গিরি,
ও-পারের তীরে জিরিজিরি পাতা ঝুরিতেছে ঝিরি ঝিরি।
বিহগীর হায় ঘুম ভেঙে যায় বিহগ-পক্ষ-পুটে,
বলে, 'বিরহী রে, মোর সুখ-নীড়ে আয় আয় আয় ছুটে!
জুড়াইব ব্যথা, কাঁটা বিঁধে যথা সেথা দিব বুক পেতে,
ঐ কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে উড়ে যাব আকাশেতে!'
ঠোঁট-ভরা মধু আসে কুলবধূ, বলে, 'আঁধারের পাখি,
নিশীথ নিঝুম চোখে নাই ঘুম, কারে এত ডাকাডাকি?
চলো তরুতলে, এই অঞ্চলে দিব সুখ-শেজ পাতি,
ভুলের কাননে ফুল তুলে মোরা কাটাইব সারা রাতি!'
অসীম আকাশ আসে মোর পাশ তারার দীপালি জ্বালি,
বলে, 'পরবাসী! কোথা কাঁদ আসি'? হেথা শুধু চোরাবালি!
তোমার কাঁদনে আমার আঙনে নিভে যায় তারা-বাতি,
তুমিও শূন্য আমিও শূন্য, এস মোরা হব সাথী!'...

মানে না পরান, গেয়ে গেয়ে গান কূলে কূলে ফিরি ডাকি,
কোথা কোন্ কূলে রহিলে গো ভুলে আমার চক্রবাকী!
চাহি ও-পারের তীরে,
কভু না পোহায় বিরহের রাতি এতই দীরঘ কি রে?
না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, বিরহের যবনিকা
পড়ে যায় মাঝে, নিভে যায় সাঁঝে মিলনের মরু-শিখা।
মিলনের কূল ভেঙে ভেঙে যায় বিরহের স্রোত-বেগে,
অধরের হাসি বাসি হয়ে ওঠে নিশীথ-প্রভাতে জেগে!

একা নদীতীরে গহন তিমিরে আমি কাঁদি মনোদুখে,
হয়ত কোথায় বাঁধিয়া কুলায় তুমি ঘুম যাও সুখে।
আমাদের মাঝে বহিছে যে নদী এ-জীবনে শুকাবে না,
কাটিবে এ নিশি, আসিবে প্রভাত—যতেক অচেনা চেনা
আসিবে সবাই; আসিবে না তুমি তব চির-চেনা নীড়ে,
এ-পারের ডাক ও-পার ঘুরিয়া এ-পার আসিবে ফিরে!
হয়ত জাগিয়া দেখিব প্রভাতে, আমারি আঁখির আগে
তুমি যাচিতেছ নবীন সাথীর প্রেম নব অনুরাগে।
জানি গো আমার কাটিবে না আর এই বিরহের নিশি,
খুঁজিবে বৃথাই আঁধারে তোমায় দশদিকে দশ দিশি।

যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সে নদীর ধারে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে তখন তুমি—
খুঁজিবে সাগর-মরু-প্রান্তর গিরি দরী বনভূমি।
তাহারি আশায় রেখে যাই প্রিয়, ঝরা পালকের স্মৃতি—
এই বালুচরে ব্যথিতের স্বরে আমার বিরহ-গীতি!

যদি পথ ভুলে আস এই কূলে কোনো দিন রাতে রানী,
প্রিয় ওগো প্রিয়, নিও তুলে নিও ঝরা এ পালকখানি।

তোমারে পড়িছে মনে

তোমারে পড়িছে মনে
আজি নীপ-বালিকার ভীরু-শিহরণে,
যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছলছল মুখে
কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে—
তোমারে পড়িছে মনে।
হয়ত তেমনি আজি দূর বাতায়নে।
ঝিলিমিলি-তলে
ম্লান লুলিত অঞ্চলে
চাহিয়া বসিয়া আছ একা,
বারে বারে মুছে যায় আঁখি-জল-লেখা।
বারে বারে নিভে যায় শিয়রের বাতি,
তুমি জাগো, জাগে সাথে বরষার রাতি।
সিক্ত-পক্ষ পাখি
তোমার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী
হয়ত তেমনি করি ডাকিছে সাথীরে,
তুমি চাহি আছ শুধু দূর শৈল-শিরে ॥
তোমার আঁখির ঘন নীলাঞ্জন-ছায়া
গগনে গগনে আজ ধরিয়াছে কায়া।...

আমি হেথা রচি গান নব নীপ-মালা—
স্মরণ-পারের প্রিয়া, একান্তে নিরালা
অকারণে!—জানি আমি জানি
তোমারে পাব না আমি। এই গান এই মালাখানি
রহিবে তাদেরি কণ্ঠে—যাহাদেরে কভু
চাহি নাই, কুসুমে কাঁটার মত জড়ায়ে রহিল যারা তবু।
বহে আজি দিশাহারা শ্রাবণের অশান্ত পবন
তারি মত ছুটে ফেরে দিকে দিকে উচাটন মন,
খুঁজে যায় মোর গীত-সুর
কোথা কোন্ বাতায়নে বসি তুমি বিরহ-বিধুর।

তোমার গগনে নেভে বারে বারে বিজলীর দীপ,
আমার অঙ্গনে হেথা বিকশিয়া ঝরে যায় নীপ।
তোমার গগনে ঝরে ধারা অবিরল,

আমার নয়নে হেথা জল নাই, বুকে ব্যথা করে টলমল।
আমার বেদনা আজি রূপ ধরি শত গীত সুরে
নিখিল বিরহী-কণ্ঠে—বিরহিণী—তব তরে ঝুরে!

এ-পারে ও-পারে মোরা, নাই নাই কূল!
তুমি দাও আঁখি-জল, আমি দিই ফুল।

বাদল-রাতের পাখি

বাদল-রাতের পাখি!
কবে পোহায়েছে বাদলের রাতি, তবে কেন থাকি থাকি
কাঁদিছ আজিও 'বউ কথা কও' শেফালির বনে একা,
শাওনে যাহারে পেলে না, তারে কি ভাদরে পাইবে দেখা?...
তুমি কাঁদিয়াছ 'বউ কথা কও' সে-কাঁদনে তব সাথে
ভাঙিয়া পড়েছে আকাশের মেঘ গহীন শাওন-রাতে।
বন্ধু, বরষা-রাতি
কেঁদেছে যে সাথে সে ছিল কেবল বর্ষা-রাতেরি সাথী!
আকাশের জল-ভারাতুর আঁখি আজি হাসি-উজ্জ্বল;
তেরছ-চাহনি যাদু হানে আজ, ভাবে তনু ঢল ঢল!
কমল-দীঘিতে কমল-মুখীরা অধরে হিঙুল মাখে,
আলুথালু বেশ—ভ্রমরে সোহাগে পর্ণ-আঁচলে ঢাকে।
শিউলি-তলায় কুড়াইতে ফুল আজিকে কিশোরী মেয়ে
অকারণ লাজে চমকিয়া ওঠে আপনার পানে চেয়ে।
শালুকের কুঁড়ি গুঁজিছে খোঁপায় আবেশে বিধুরা বধূ,
মুকুলি পুষ্প-কুমারীর ঠোঁটে ভরে পুষ্পল মধু।
আজি আনন্দ-দিনে
পাবে কি বন্ধু বধূরে তোমার, হাসি দেখে লবে চিনে?
সরসীর তীরে আমের বনে আজো যবে ওঠ ডাকি
বাতায়নে কেহ বলে কি, 'কে তুমি বাদল-রাতের পাখি!'
আজো বিনিদ্র জাগে কি সে রাতি তার বন্ধুর লাগি?
যদি সে ঘুমায় – তব গান শুনি চকিতে ওঠে কি জাগি?
ভিন-দেশী পাখি! আজিও স্বপন ভাঙিল না হায় তব,
তাহার আকাশে আজ মেঘ নাই—উঠিয়াছে চাঁদ নব!
ভরেছে শূন্য উপবন তার আজি নব নব ফুলে,
সে কি ফিরে চায় বাজিতেছে হায় বাঁশি যার নদীকূলে?
বাদল-রাতের পাখি!
উড়ে চল—যথা আজো ঝরে জল, নাহিকো ফুলের ফাঁকি!

স্তব্ধরাতে

থেমে আসে রজনীর গীত-কোলাহল,
ওরে মোর সাথী আঁখি-জল,
এইবার তুই নেমে আয়—
অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়!

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল;
কোন্ গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়,
উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়।
আঁখি-জল, তুই নেমে আয়—
বুক ছেড়ে নয়ন-পাতায়!...

ওরে সুখবাদী!
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তার আদি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?
ভিখারি সাজিলি যদি, কেন তবে দ্বারে
এসে এসে ফিরে যাস নিতি অন্ধকারে?
পথ হতে আন্-পথে কেঁদে যাস লয়ে ভিক্ষা-ঝুলি,
প্রসাদ যাচিস যার তারেই রহিলি শুধু ভুলি?

সকলে জানিবে তোর ব্যথা,
শুধু সে-ই জানিবে না কাঁটা-ভরা ক্ষত তোর কোথা?
ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী!
যাহারে সকল দিবি, তারে তুই দিলি শুধু বাণী?
সুরের সুরায় মেতে কতটুকু কমিল রে মর্মদাহ তোর?
গানের গহীনে ডুবে কতদিন লুকাইবি এই আঁখি-লোর?
কেবলি গাঁথিলি মালা, কার তরে কেহ নাহি জানে!
অকূলে ভাসায়ে দিস, ভেসে যায় মালা শূন্য-পানে।

সে-ই শুধু জানিল না, যার তরে এত মালা-গাঁথা,
জলে-ভরা আঁখি তোর, ঘুমে-ভরা তার আঁখি-পাতা,
কে জানে কাটিবে কি না আজিকার অন্ধ এ নিশীথ,

হয়ত হবে না গাওয়া কাল তোর আধ-গাওয়া গীত,
হয়ত হবে না বলা, বাণীর বুদ্বুদে যাহা ফোটে নিশিদিন!
সময় ফুরায়ে যায়—ঘনায়ে আসিল সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন!
সময় ফুরায়ে যায়, চল এবে, বল আঁখি তুলি—
ওগো প্রিয়, আমি যাই, এই লহ মোর ভিক্ষা-ঝুলি!
ফিরেছি সকল দ্বারে, শুধু তব ঠাঁই
ভিক্ষা-পাত্র লয়ে করে কভু আসি নাই।

ভরেছে ভিক্ষার ঝুলি মানিকে মণিতে,
ভরে নাই চিত্ত মোর! তাই শূন্য-চিতে
এসেছি বিবাগী আজি, ওগো রাজ-রানী,
চাহিতে আসিনি কিছু! সঙ্কোচে অঞ্চল মুখে দিও নাকো টানি।
জানাতে এসেছি শুধু—অন্তর-আসনে
সব ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে—যাহারে গোপনে
চলে গেছি বন-পথে একদা একাকী,
বুক-ভরা কথা লয়ে—জল-ভরা আঁখি।
চাহিনি কো হাত পেতে তারে কোনোদিন,
বিলায়ে দিয়েছি তারে সব, ফিরে পেতে দিইনিকো ঋণ!

ওগো উদাসিনী,
তব সাথে নাহি চলে হাটে বিকি-কিনি।
কারো প্রেম ঘরে টানে, কেহ অবহেলে
ভিখারি করিয়া দেয় বহু দূরে ঠেলে!
জানিতে আসিনি আমি, নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছ কি না সেই নদী-কূলে,
যার ভাটি-টানে—
ভেসে যায় তরী মোর দূর শূন্য-পানে।
চাহি না তো কোনো কিছু, তবু কেন রয়ে রয়ে ব্যথা করে বুক,
সুখ ফিরি করে ফিরি, তবু নাহি সহা যায়
আজি আর এ-দুখের সুখ।...

আপনারে ছলিয়াছি, তোমারে ছলিনি কোনোদিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ব্যথা দিয়ে গেনু ঋণ।

বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এলো বিদায়ের রাতি!
আজ হতে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।...

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি
কাঁদিতেছে চাঁদ, 'মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি!
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায়, তন্দ্রায় ঢুলুঢুল্,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।—

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে
সারা রাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে!—
জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হত যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়ার!—তোমার শাখার পল্লবমর্মর
মনে হত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলোনো তারির শাড়ির আঁচলখানি।
—তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া!

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি—তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাটে চুমি।